তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পদ পরিচয়

শব্দ : এক বা একাধিক বর্ণ একত্র হয়ে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে বলে শব্দ। যেমন—চা, মামা, কেবল, অজগর, ছাত্র—এদের প্রত্যেকটি এক একটি শব্দ। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য আমরা অনেক শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু যে কোনোভাবে কতকগুলো শব্দ পরপর বসলেই বা উচ্চারণ করলেই মনের ভাব প্রকাশিত হয় না।

যেমন—রাখাল মাঠ গোরু চরাচ্ছে—এদের মধ্যে সবকটিই শব্দ। কিন্তু তবুও পরপর বসে এরা মনের ভাব সম্পূর্ণ করতে পারেনি। কিন্তু যদি শব্দগুলোকে এভাবে বলা যায়—রাখালেরা মাঠে গোরু চরাচ্ছে—তবে মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।

বাক্যটি আবার এভাবে ভেঙে লেখা হলে দাঁড়ায় রাখালে + রা মাঠ + এ গোরু চরাচ্ছ + এ। এখানে শব্দের পরে কতকগুলি চিহ্ন যোগ করা হয়েছে। এরকম বর্ণসমষ্টিকে বলে বিভক্তি। শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগ করলেই তা পদে পরিণ হয়। আর বিভক্তি যুক্ত পদই বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

পদ : যে শব্দ বা ধাতু বিভক্তিযুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হবার উপযোগী হয় তাকেই পদ বলে।

শব্দ + বিভক্তি = পদ

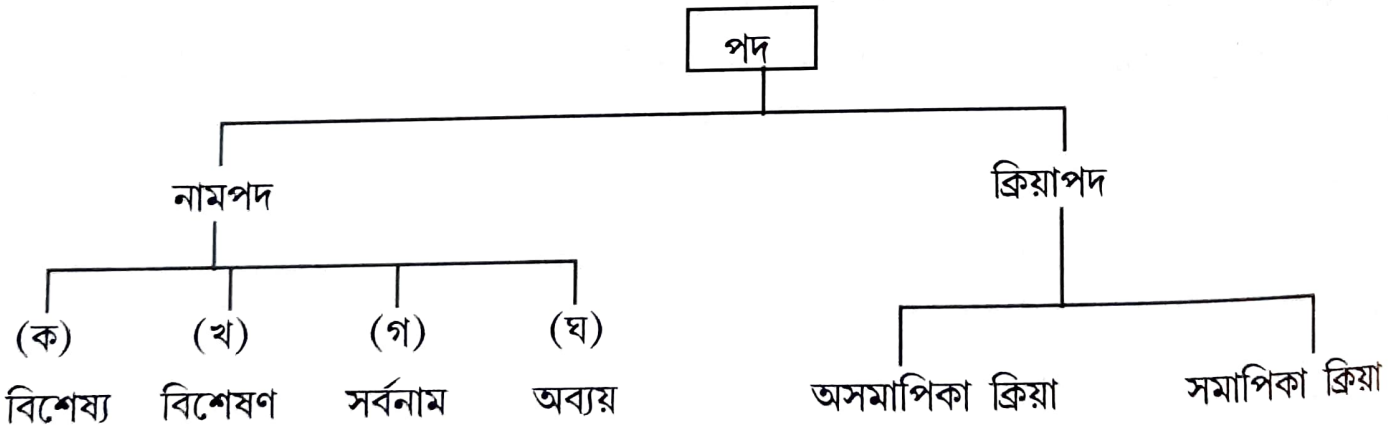

শব্দ ও পদের পার্থক্য : (ক) শব্দ বিভক্তিহীন; কিন্তু পদ বিভক্তিযুক্ত।

(খ) শব্দ থাকে অভিধানে; পদ থাকে বাক্যে।

নামপদ ও ক্রিয়াপদ : শব্দের সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত হলে তাকে বলে নামপদ। আর **ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।**

নামপদ চারপ্রকার—**বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়।** আর ক্রিয়াপদ এক প্রকারই। তাহলে পদের সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ—**বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।**

(ক) বিশেষ্য পদ

যে পদের দ্বারা কোনো কিছুর নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন—শ্যামল, গোরু, বায়ু, সভা, দয়া, শমন, হিমালয় প্রভৃতি।

বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ :

(ক) **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য**—নজরুল, সুভাষ, কলকাতা, গঙ্গা, রামায়ণ, বাইবেল।

(খ) **বস্তুবাচক বিশেষ্য**—সোনা, রুপা, মাটি, জল, দুধ, চিনি, কাগজ।

(গ) **জাতিবাচক বিশেষ্য**—হিন্দু, মুসলমান, বাঙালি, বিহারি, বৌদ্ধ।

(ঘ) সমষ্টিবাচক **বিশেষ্য**—জনতা, বাহিনী, সভা, সমিতি, দল।

(ঙ) **গুণবাচক বিশেষ্য**—সাধুতা, সততা, দয়া, মহত্ব, শৈশব।

(চ) **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য**—দর্শন, ভোজন, শয়ন, গমন।

বিশেষ্য পদকে **ছয়ভাগে** ভাগ করা যায়। যেমন—

(ক) **সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য দ্বারা ব্যক্তি, স্থান, পর্বত, নদী, গ্রন্থ প্রভৃতির নাম বোঝায় তাকেই সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক বিশেষ্য বলে।** যেমন—বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি, গঙ্গা, কাবেরী, কৃষ্ণা, মহানদী, হিমালয়, আন্দিজ, আল্পস, রকি, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি।

(খ) **বস্তুবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর নাম বোঝায় তাকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে।** তবে বস্তবাচক বিশেষ্য দ্বারা কেবলমাত্র বস্তুকেই বোঝায় যার পরিমাপ করা হয়, কিন্তু সংখ্যা বোঝায় না। যেমন—কাঠ, সোনা, পিতল, জল, তেল, চিনি, মশলা, কাগজ, কলম ইত্যাদি।

(গ) **জাতিবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য দ্বারা এক জাতীয় সব প্রাণী বা বস্তুকে বোঝায় তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে।** যেমন—মহিষ, জেব্রা, চিতা, হরিণ, হিন্দু, মুসলমান, বাঙালি, বৌদ্ধ, পারসিক, খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদি।

(ঘ) **সমষ্টিবাচক বিশষ্য : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো কিছুর সমষ্টিকে বোঝায় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে।** যেমন—সভা, সমিতি, শ্রেণি, দল, ঝাঁক, জনতা, বাহিনী, সম্প্রদায় প্রভৃতি।

(ঙ) **গুণবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দোষ, গুণ, অবস্থা ও ভাবের নাম বোঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে।** যেমন—সাধুতা, দয়া, সততা, বিনয়, মহত্ব, রোগ, শোক, শৈশব, যৌবন, বিদ্যা ইত্যাদি।

(চ) **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো কাজের নাম বোঝায় তাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে।** যেমন—দর্শন, ভোজন, শয়ন, গমন, পঠন, লিখন ইত্যাদি।

(খ) বিশেষণ পদ

বাক্যস্থিত কোনো পদের গুণ, পরিমাণ, অবস্থা, সংজ্ঞা, ধর্ম ইত্যাদি বোঝানোর জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকেই বিশেষণ পদ বলে। বিশেষণ পদকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(ক) **বিশেষ্যের বিশেষণ**—ভালো, মন্দ, দশ, অনেক, প্রচুর প্রভৃতি।

(খ) **সর্বনামের বিশেষণ**—সে খুব চালাক। তিনি বড়ো ধূর্ত।

(গ) **বিশেষণের বিশেষণ**—খুব গরম, খুব ঠাণ্ডা, বড়ো ভালো।

(ঘ) **অব্যয়ের বিশেষণ**—ঠিক ওপরে, শতাধিক, শত ধিক, ঠিক নীচে।

(ঙ) **ক্রিয়ার বিশেষণ**—তাড়াতাড়ি, দ্রুত হাঁটে, আমরা এখন খেলব।

(ক) **বিশেষ্যের বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ, ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষ্যের বিশেষণ বলে।** যেমন—**মেঘলা** আকাশ, **বিদ্বান** মানুষ, **সাতদিন** পরে দেখা, অসুস্থ মানুষ, অনেক লোক, ভালো ছাত্র।

(খ) **সর্বনামের বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ কোনো সর্বনাম পদের গুণ, প্রকৃতি ইত্যাদি বোঝায় তাকে সর্বনামের বিশেষণ বলে।** যেমন—**বোকা** তুমি, তাই ওদের কথা বিশ্বাস করলে। **মূর্খ** তুই, এ কথার কী বুঝবি।

(গ) **বিশেষণের বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ অন্য বিশেষণ পদের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে।** যেমন—**খুব গরম** দুধ। **নিতান্ত ভালো** মানুষ। **অতি বড়ো** নিন্দুকেও একথা বলতে পারবে না।

(ঘ) **অব্যয়ের বিশেষণ : যে পদ কোনো অব্যয় পদের গুণ, অবস্থা, সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে।** যেমন—ঠিক নীচে, শত ধিক্, ঠিক ওপরে দেখতে পাবে।

(ঙ) **ক্রিয়ার বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ ক্রিয়ার গুণ, অবস্থা ইত্যাদি নির্ণয় করে তাকে ক্রিয়ার বিশেষণ বলে।** যেমন—সে **তাড়াতাড়ি** লেখে। মিনতি **আস্তে আস্তে** লেখে।

(গ) সর্বনাম পদ

বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে। আসলে একই বিশেষ্য পদ বার বার ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাই **সর্বনাম** পদ। যেমন—বর্ষা সকালবেলা পড়াশোনা করে। বর্ষা দুপুরবেলায় স্কুলে যায়। বর্ষা বিকালবেলায় টেনিস খেলে। বর্ষা সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসে। উপরে কথিত বাক্যগুলিতে বর্ষা শব্দটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। তার ফলে একটা একঘেঁয়েমি এসেছে। তাই বাক্যগুলিকে যদি এইভাবে লেখা যায়—বর্ষা সকালবেলায় পড়াশোনা করে। সে দুপুরবেলায় স্কুলে যায়। সে বিকালে টেনিস খেলে। সে সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসে। এখানে বর্ষার পরিবর্তে 'সে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই 'সে' সর্বনাম পদ।

সর্বনাম পদ প্রধানত দুইপ্রকার—(ক) **সাপেক্ষ সর্বনাম**, (খ) **নিরপেক্ষ সর্বনাম**।

(ক) **সাপেক্ষ সর্বনাম :** তিনি, সে, উনি, তাহাকে, তাঁহাকে, তাহাদের, তাহার, তাঁহার, এটি, এইটি প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষ্য পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। এদের প্রকৃত অর্থ বোঝাবার জন্য বিশেষ্য পদের অপেক্ষা করতে হয়। আর এ কারণেই এদের সাপেক্ষ সর্বনাম পদ বলা হয়।

(খ) **নিরপেক্ষ সর্বনাম :** তুমি, আপনি, আমি, আমরা প্রভৃতি শব্দগুলি কোনো বিশেষ নাম নয়। কিন্তু কোনো না কোনো ব্যক্তির পরিবর্তে বসে বলে এগুলিও সর্বনাম। এরা বিশেষ্য পদের অপেক্ষা না রেখেই বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে বলে এরা নিরপেক্ষ সর্বনাম পদ।

ওপরে কথিত ভাগ দুটি ছাড়াও সর্বনামকে ৮ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(ক) **ব্যক্তিবাচক সর্বনাম**, (খ) **নির্দেশক সর্বনাম**, (গ) **অনির্দেশক সর্বনাম**, (ঘ) **প্রশ্নবাচক সর্বনাম**, (ঙ) **আত্মবাচক সর্বনাম**, (চ) **সম্বন্ধসূচক সর্বনাম**, (ছ) **সমষ্টিবাচক সর্বনাম**, (জ) **সাপেক্ষ সর্বনাম**।

(ক) **ব্যক্তিবাচক সর্বনাম :** আমি, তুমি, সে, আমাদের প্রভৃতি শব্দগুলি কোনো না কোনো ব্যক্তির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এরা ব্যক্তিবাচক সর্বনাম।

(খ) **নির্দেশক সর্বনাম :** ইনি, উনি, এটি, সেটি, ওটা, এই, ওই প্রভৃতি শব্দগুলি কোনো না কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। তাই এদের নির্দেশক সর্বনাম বলে।

(গ) **অনির্দেশক সর্বনাম :** কেউ, কেহ, কেউ কেউ প্রভৃতি শব্দগুলি কোনো নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ করে না। তাই এদের অনির্দেশক সর্বনাম বলে।

(ঘ) **প্রশ্নবাচক সর্বনাম :** কে, কী, কোনো, কারা প্রভৃতি শব্দগুলির দ্বারা কোনো প্রশ্ন করা যায়—তাই এগুলি প্রশ্নবাচক সর্বনাম।

(ঙ) **আত্মবাচক সর্বনাম :** নিজে নিজে, স্বয়ং, আপনি প্রভৃতি শব্দগুলির দ্বারা কোনো ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করে সে কারণেই এগুলিকে আত্মবাচক সর্বনাম বলে।

(চ) **সম্বন্ধসূচক সর্বনাম :** তাঁর, তাঁহার, নিজের প্রভৃতি শব্দগুলির দ্বারা অন্য পদের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রকাশ করে এ কারণেই এদের সম্বন্ধসূচক সর্বনাম বলে।

(ছ) **সমষ্টিবাচক বা সাকল্যবাচক সর্বনাম :** সকলের, সকলে, সমস্ত, উভয়, উভয়কে প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সকল বা সমস্ত বোঝায়। তাই এদের সমষ্টিবাচক সর্বনাম বলে।

(জ) **সাপেক্ষ সর্বনাম :** যে-সে, যার-তার, যিনি-তিনি, যা-তা প্রভৃতি সর্বনাম পদগুলি একে অন্যের সঙ্গে যুগ্মভাবে ব্যবহৃত হয়, একারণে এদের সাপেক্ষ সর্বনাম বলে।

(ঘ) অব্যয় পদ

লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ও বিভক্তিতে যে পদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকেই অব্যয় পদ বলে। অব্যয় ছাড়া সব পদেরই লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তিতে পরিবর্তন হয়। যেমন—**বাঃ**! কী মনোরম দৃশ্য। দুঃখ **বিনা** সুখ লাভ হয় কি মহীতে? তোমার **কিন্তু** অবশ্যই যাওয়া চাই। রাম **এবং** লক্ষ্মণ বন গমন করেছিলেন। এখানে বাঃ, বিনা, কিন্তু, এবং ইত্যাদি পদগুলির দ্বারা কোনো না কোনো ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই পদগুলি দুটি বাক্যের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটিয়েছে। এছাড়া এই পদগুলির কোনো পরিবর্তন হয় না।

অব্যয় পদ প্রধানত তিন প্রকারের।

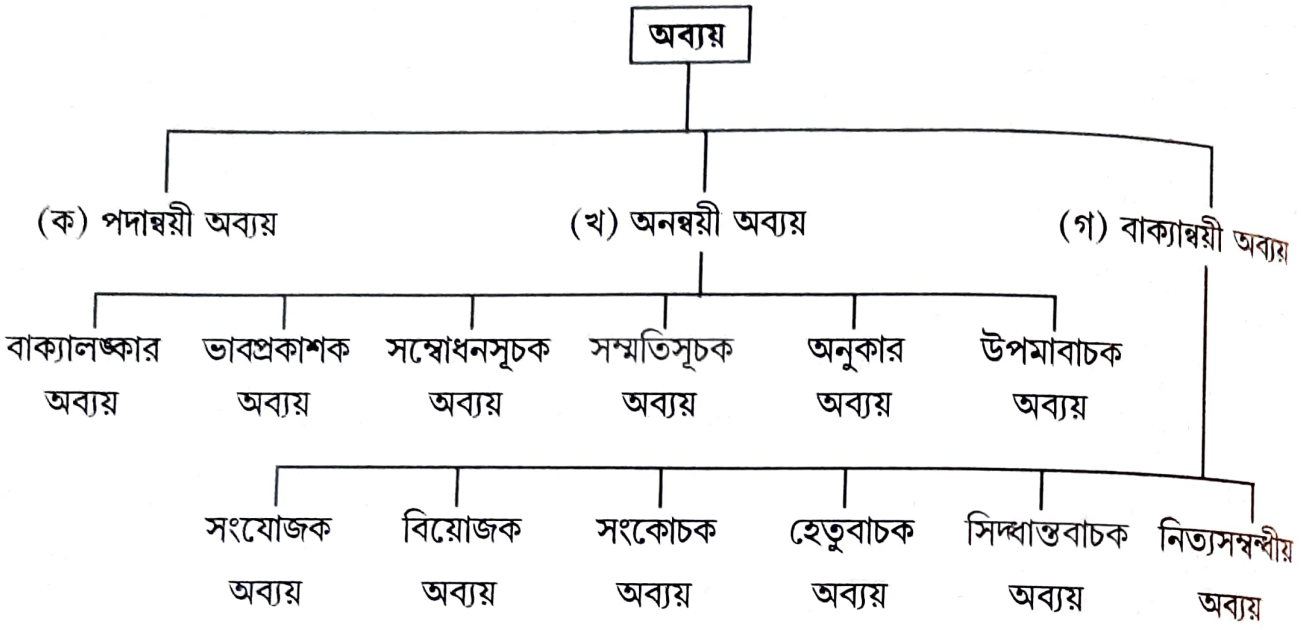

(ক) পদান্বয়ী অব্যয়

যে অব্যয় পদ বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে এক পদের সঙ্গে অন্য পদকে সংযুক্ত করে, তাকে পদান্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন—দুঃখ **ব্যতীত** সুখ লাভ হয় না। তরুণ **ও** সুরেন আজ ফুটবল খেলবে। বিয়েতে আপনার **কিন্তু** আসা চাই।

ওপরে কথিত বাক্য তিনটিতে **ব্যতীত, ও, কিন্তু** এই অব্যয়গুলি বাক্যের মধ্যে বসে এক পদের সঙ্গে অন্য পদকে যুক্ত করেছে। সুতরাং এগুলি পদান্বয়ী অব্যয়।

(খ) অনন্বয়ী অব্যয়

যে অব্যয় পদের সঙ্গে বাক্যের অন্যান্য পদের কোনো সম্বন্ধ থাকে না, তাকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন—**বাঃ!** কী সুন্দর দৃশ্য! **হায়!** আমার কপালে কি এই ছিল? **মা,** আমাকে আশীর্বাদ করো। এখানে বাঃ, হায়, মা—এই তিনটি পদ বাক্যের বাইরে বসে প্রশংসা, খেদ, সম্বোধন ইত্যাদি বুঝিয়েছে। এই পদগুলির দ্বারা মনের বিশেষ ভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সবকটি ক্ষেত্রেই মূল বাক্যের সঙ্গে এদের কোনো সম্বন্ধ নেই।

(i) **বাক্যালঙ্কার অব্যয় : যে অব্যয় বাক্যের মধ্যে বসে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তাকে বাক্যালঙ্কার অব্যয় বলে।** যেমন—এ মেয়ে **তো** মেয়ে নয়। দেখে **যেন** মনে হয় চিনি উহারে। 'তো' 'যেন' এগুলি বাক্যালঙ্কার অব্যয়। কারণ এগুলি বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

(ii) **ভাবপ্রকাশক অব্যয় : যে অব্যয় বক্তার মনের ভাব প্রকাশ করে, তাকে ভাব প্রকাশক অব্যয় বলে।** যেমন—**মরি মরি!** একি লজ্জা! **ধন্য ধন্য!** বাংলাদেশ! এখানে **মরি মরি, ধন্য ধন্য** বিশেষ ভাব প্রকাশ করেছে। তাই এগুলি ভাব প্রকাশক অব্যয়।

(iii) **সম্মতি বা অসম্মতিসূচক অব্যয় : যে অব্যয় পদের দ্বারা বক্তার মনের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা প্রকাশ পায়, তাকে সম্মতি বা অসম্মতিসূচক অব্যয় বলে।** যেমন—**হ্যাঁ**, আমি তো যাবই। **না**, কথাটা সত্যি নয়। এখানে হ্যাঁ সম্মতিসূচক অব্যয় এবং না অসম্মতিসূচক অব্যয়।

(iv) **সম্বোধনসূচক অব্যয় : যে অব্যয়ের দ্বারা কাউকে সম্বোধন করা বোঝায়, তাকে সম্বোধনসূচক অব্যয় বলে।** যেমন—**হ্যাঁগো**, আজ কলকাতা যাবে কি? ওরে, একবার এদিকে আয়।

(v) **অনুকার অব্যয় : যে শব্দ ধ্বনির ব্যঞ্জনা দেয় তাকেই অনুকার অব্যয় বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে।** যেমন—**ঝম্‌ঝম্** করে বৃষ্টি পড়ছে। **শোঁ শোঁ** শব্দে বাতাস বইছে। হন্‌হন্ করে হেঁটে যাচ্ছে।

(vi) **উপমাবাচক অব্যয় : যে অব্যয়ের দ্বারা উপমা বা তুলনা বোঝায় তাকে উপমাবাচক অব্যয় বলে।** যেমন—চাঁদের **মতো** সুন্দর। মিছরির **ন্যায়** মিষ্টি। তুলোর **মতো** নরম।

(গ) বাক্যান্বয়ী অব্যয়

যে অব্যয় বাক্যে অন্বয় বা সম্বন্ধ স্থাপন করে তাদের বাক্যান্বয়ী বা সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। বাক্যান্বয়ী অব্যয়কে **ছয় শ্রেণিতে** বিভক্ত করা যায়।

(i) **সংযোজক অব্যয় : যে অব্যয় পদ বাক্যের সঙ্গে বাক্যের বা পদের সঙ্গে পদের সংযোগ সাধন করে, তাকেই সংযোজক অব্যয় বলে।** যেমন—আমি খেলার মাঠে গিয়েছিলাম; **কিন্তু** তোমায় দেখতে পাইনি। বাবা **এবং** মায়ের কথা শোনা উচিত।

(ii) **বিয়োজক অব্যয় : বিকল্প বোঝাতে বাক্যের মধ্যে যে অব্যয় ব্যবহৃত হয়, তাকেই বিয়োজক অব্যয় বলে।** যেমন—**হয়** তুমি একাজ কর **নয়** তাকে কাজটি করতে দাও। তুমি **অথবা** সমর সেখানে যাবে।

(iii) **সংকোচক অব্যয় : যে অব্যয় একটি বিষয়কে সংকুচিত করে কিন্তু অন্য বিষয়কে প্রাধান্য দেয়, তাকে সংকোচক অব্যয় বলে।** যেমন—এখন খেলা বন্ধ করে **বরং** পড়াশোনায় মন দাও। ভালো খেলোয়াড় হয়েছ জানি; **তবুও** মন দিয়ে পড়াশোনা করো।

(iv) **হেতুবাচক অব্যয় : কারণ বোঝাতে যে অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাকে হেতুবাচক অব্যয় বলে।** যেমন—বাবা আমাকে মেরেছেন **কারণ** আমি তাঁর কথা শুনিনি। আপনি তাড়াতাড়ি আসবেন **কেননা** আমি পড়তে যাবো।

(v) **সিদ্ধান্তবাচক অব্যয় : যে অব্যয়ের দ্বারা সিদ্ধান্ত বোঝায় তাকে সিদ্ধান্তবাচক অব্যয় বলে।** যেমন—মশায় কামড়েছে **তাই** ম্যালেরিয়া হয়েছে। তুমি আসবে **বলে** আমি বসেছিলাম।

(vi) **নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় : কতকগুলি অব্যয় আছে যারা একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত—একটি বসলে অপরটি বসবেই।** যেমন—**বটে-কিন্তু, যেমন-তেমন, যখন-তখন, যেমনি** কর্ম **তেমনি** ফল।

(ঘ) ক্রিয়াপদ

যে পদের সাহায্যে কোনো কাজ করা, হওয়া বা থাকা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন—সহেলী নাচছে। সায়ন বই **পড়ছে**। মিঠু ভালো ছবি **আঁকে**।

ওপরের বাক্যগুলোতে নাচা, পড়া, আঁকা দ্বারা কোনো না কোনো কাজ করা, হওয়া বা থাকা বোঝাচ্ছে। এগুলি ক্রিয়াপদ। ক্রিয়াপদ বাক্যের প্রধান অঙ্গ। ক্রিয়াপদ ছাড়া কোনো বাক্য সম্পূর্ণ হয় না। তবে অনেক সময় বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে। যেমন—প্রিয়াঙ্কা বড়ো দুষ্টু—এই বাক্যে হয় ক্রিয়াপদটি উহ্য আছে।

ক্রিয়াপদ দু-প্রকারের—(ক) **সমাপিকা ক্রিয়া** ও (খ) **অসমাপিকা ক্রিয়া**।

সমাপিকা ক্রিয়া

যে ক্রিয়াপদের দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন—প্রণব বিদ্যালয় থেকে ফিরে ভাত খেল। বর্ষা সন্ধ্যাবেলায় পড়তে বসল।

ওপরের দুটি বাক্যে '**খেল**' এবং '**বসল**' ক্রিয়াপদের দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং এ-দুটি সমাপিকা ক্রিয়া।

অসমাপিকা ক্রিয়া

যে ক্রিয়াপদের দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন—ওপরের দুটি বাক্যে 'ফিরে' এবং 'পড়তে' ক্রিয়াপদ দুটির দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না, তাই এ-দুটি অসমাপিকা ক্রিয়া। সাধারণভাবে অসমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের মাঝে বসে এবং সমাপিকা ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে।

অর্থভেদে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) **সকর্মক ক্রিয়া** ও (খ) **অকর্মক ক্রিয়া**।

(ক) **সকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।** যেমন—বর্ষা বই পড়ে। কবিতা ভাত খায়। মিঠুন দাবা খেলে। এই বাক্যগুলিতে 'বই', 'ভাত', 'দাবা'—শব্দগুলি কর্ম। তাই ক্রিয়াগুলি সকর্মক ক্রিয়া। ক্রিয়ার ওপর কী দিয়ে বাক্যকে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই ক্রিয়ার কর্ম।

(খ) **অকর্মক ক্রিয়া : যে সব ক্রিয়ার কর্ম থাকে না, তাদের অকর্মক ক্রিয়া বলে।** যেমন—আমি যাই। ললিতা পড়ে। তপন ঘুমায়। এই বাক্যগুলিতে কর্ম নেই, তাই এরা অকর্মক ক্রিয়া। কারণ কী খাই, কী পড়ে, কী ঘুমায় প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন—শিক্ষিকা **ছাত্রীকে ব্যাকরণ** পড়াচ্ছেন। এই বাক্যটিতে দুটি কর্ম—**ছাত্রীকে** এবং **ব্যাকরণ**। এদের মধ্যে একটি মুখ্য কর্ম অপরটি গৌণ কর্ম। সাধারণত **বস্তুবাচক** ও **অপ্রাণীবাচক** শব্দ **মুখ্য কর্ম** এবং প্রাণীবাচক শব্দ **গৌণ কর্ম** হয়ে থাকে।

মনে রাখা দরকার

১। বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দই পদ।
২। পদ পাঁচ প্রকার—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।
৩। যে পদ দ্বারা কোনো কিছুর নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে।
৪। যে বিশেষ্য বা অন্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ বোঝায় তাকেই বিশেষণ পদ বলে।
৫। বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ বসে তাকেই সর্বনাম পদ বলে।
৬। যে পদের দ্বারা কোনো কাজ বোঝানো হয় তাই ক্রিয়াপদ।
৭। যে পদের কোনো অবস্থাতেই কোনো পরিবর্তন হয় না, তাই অব্যয় পদ।
৮। অর্থযুক্ত বর্ণ সমষ্টিই শব্দ।
৯। অর্থভেদে ক্রিয়ার তিনটি ভাগ—অকর্মক, সকর্মক ও দ্বিকর্মক।
১০। গঠনভেদে ক্রিয়ার দুটি ভাগ—সমাপিকা ও অসমাপিকা।

অনুশীলনী

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলি (প্রতিটির প্রশ্নের মান-১)

সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে ক্রমিক সংখ্যাটি খাতায় লেখো :

১। এক বা একাধিক বর্ণ একত্র হয়ে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে বলা হয়—
(ক) শব্দ (খ) ধাতু (গ) বিভক্তি (ঘ) উপসর্গ

২। কাজ করা বোঝায়, এমন ক্ষুদ্রতম বর্ণসমষ্টিকে বলা হয়—
(ক) পদ (খ) ধাতু (গ) বিভক্তি (ঘ) শব্দ

৩। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে তাকে বলা হয়—
(ক) নামপদ (খ) ক্রিয়াপদ (গ) ধাতু (ঘ) শব্দ

৪। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে তাকে বলা হয়—
(ক) ক্রিয়াপদ (খ) নামপদ (গ) ধাতু (ঘ) শব্দ।

৫। 'দুষ্টুমি করো না'—দুষ্টুমি কী জাতীয় বিশেষ্য তা বলো—
(ক) গুণবাচক (খ) জাতিবাচক (গ) ক্রিয়াবাচক (ঘ) সমষ্টিবাচক

৬। টেবিল, চেয়ার, বই, সোনা—এগুলি হলো—
(ক) সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (খ) বস্তুবাচক বিশেষ্য
(গ) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (ঘ) গুণবাচক বিশেষ্য

৭। যে বিশেষ্য দ্বারা একজাতীয় সকল প্রাণী বা বস্তুকে বোঝায় তাকে বলে—

(ক) বস্তুবাচক বিশেষ্য (খ) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য

(গ) জাতিবাচক বিশেষ্য (ঘ) গুণবাচক বিশেষ্য

৮। 'মাথার ঠিক ওপরে', 'ঠিক' বিশেষণটি হলো—

(ক) বিশেষ্যের বিশেষণ (খ) ক্রিয়ার বিশেষণ

(গ) অব্যয়ের বিশেষণ (ঘ) সর্বনামের বিশেষণ

৯। সর্বনাম পদ যে জন্য ব্যবহার করা হয় তা হলো—

(ক) উচ্চারণের সুবিধা (খ) শ্রুতিমাধুর্য

(গ) লেখার সুবিধা (ঘ) বোঝার সুবিধা

১০। যে পদের কখনোই কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না তাকে বলে—

(ক) বিশেষ্য পদ (খ) বিশেষণ পদ (গ) সর্বনাম পদ (ঘ) অব্যয় পদ

১১। যে অব্যয় পদ বাক্যের মধ্যে এক পদের সঙ্গে অন্য পদকে যুক্ত করে তাকে বলা হয়—

(ক) অনন্বয়ী অব্যয়(খ) পদান্বয়ী অব্যয় (গ) বাক্যান্বয়ী অব্যয় (ঘ) সমুচ্চয়ী অব্যয়।

১২। যে অব্যয়ের দ্বারা তুলনা করা হয় তাকে বলে—

(ক) অনুকার অব্যয় (খ) হেতুবাচক অব্যয়

(গ) উপমাবাচক অব্যয় (ঘ) বাক্যালঙ্কার অব্যয়

১৩। যে অব্যয় একটি বসলে আরেকটি বসবেই তাকে বলা হয়—

(ক) বিভক্তিসূচক অব্যয় (খ) নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়

(গ) সংকোচক অব্যয় (ঘ) বিয়োজক অব্যয়

১৪। যে ক্রিয়াপদের দুটি কর্ম থাকে তাকে বলা হয়—

(ক) অকর্মক ক্রিয়া (খ) সকর্মক ক্রিয়া (গ) দ্বিকর্মক ক্রিয়া (ঘ) কর্মহীন ক্রিয়া

১৫। যে পদের দ্বারা কোনো কাজ করা, হওয়া বা থাকা বোঝায় তাকে বলা হয়—

(ক) বিশেষ্য (খ) সর্বনাম (গ) ক্রিয়া (ঘ) অব্যয়

১৬। যে ক্রিয়াপদের কোনো কর্ম থাকে না তাকে বলা হয়—

(ক) অকর্মক ক্রিয়া (খ) সকর্মক ক্রিয়া (গ) দ্বিকর্মক ক্রিয়া (ঘ) সমাপিকা ক্রিয়া

২। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন এবং ভুল উত্তরের পাশে ক্রশ (×) চিহ্ন দাও :

১। এক বা একাধিক বর্ণ একত্র হয়ে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে পদ বলে। ( )

২। শব্দ বিভক্তিহীন কিন্তু পদ বিভক্তিযুক্ত। ( )

৩। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে তাকে বলা হয় ক্রিয়াপদ। ( )

৪। শব্দ ও ধাতু বিভক্তি যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী হলে তাকে পদ বলে। ( )
৫। কোনো কাজের নাম বোঝালে তাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে। ( )
৬। হীনতা, মহত্ত্ব, দয়া—এগুলো হলো গুণবাচক বিশেষ্য পদ। ( )
৭। দুধ, চা, চিনি—এগুলো হলো সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য পদ। ( )
৮। অযোধ্যা, রাবণ, রামায়ণ—এগুলো হলো সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য পদ। ( )
৯। 'শত ধিক্ তোরে'—'শত' পদটি সর্বনামের বিশেষণ। ( )
১০। 'লোকটি অত্যন্ত সৎ'—বিধেয় বিশেষণের উদাহরণ। ( )
১১। 'সীতা খুব চালাক মেয়ে'—'খুব' পদটি বিশেষ্যের বিশেষণ। ( )
১২। সর্বনাম পদ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। ( )
১৩। যে সর্বনাম কোনো কিছু নির্দেশ করে তাকে নির্দেশক সর্বনাম বলে। ( )
১৪। 'যে-সে', 'যারা-তারা'—পরস্পর সাপেক্ষ সর্বনামের উদাহরণ। ( )
১৫। অব্যয় পদ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। ( )
১৬। যে অব্যয় বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হয় তাকে বিভক্তিসূচক অব্যয় বলে। ( )
১৭। বিকল্প বোঝাতে বাক্যের মধ্যে বিয়োজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। ( )
১৮। 'তুমি তো ছাত্র'—তো সংযোজক অব্যয়ের উদাহরণ। ( )
১৯। ক্রিয়াপদ উহ্য থাকলেও বাক্য হতে পারে। ( )
২০। সমাপিকা ক্রিয়া মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না। ( )
২১। বাক্যমধ্যে কর্ম না থাকলে ক্রিয়াটিকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। ( )
২২। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার প্রাণীবাচক কর্মটিকে মুখ্য কর্ম বলে। ( )

৩। বামদিকের বাক্যাংশের সঙ্গে ডানদিকের যে বাক্যাংশের মিল আছে বন্ধনীর মধ্যে সেই ক্রমিক সংখ্যাটি লেখো :

ক।

বামদিক	ডানদিক
১। কাজ করা বোঝায় এমন ক্ষুদ্র বর্ণসমষ্টিকে	(ক) বলা হয় ক্রিয়াপদ ( )।
২। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে তাকে	(খ) বলা হয় পদ ( )।
৩। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে তাকে	(গ) বলা হয় ধাতু ( )।

খ।

বামদিক	ডানদিক
১। সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যপদ	(ক) পাহাড়, পর্বত, নদী ( )।
২। বস্তুবাচক বিশেষ্যপদ	(খ) গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ( )।
৩। জাতিবাচক বিশেষ্যপদ	(গ) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র ( )।
৪। সমষ্টিবাচক বিশেষ্যপদ	(ঘ) লেখা, পড়া, চলা ( )।
৫। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ	(ঙ) সভা, সমিতি, সংঘ ( )।

গ।

বামদিক	ডানদিক
১। গুণবাচক বিশেষণ	(ক) গুন্‌গুন্‌ শব্দ ( )।
২। বিশেষণের বিশেষণ	(খ) সৎ ব্যক্তি ( )।
৩। বিধেয় বিশেষণ	(গ) খুব বড়ো মাছ ( )।
৪। ক্রিয়ার বিশেষণ	(ঘ) ফুলটি টুকটুকে লাল ( )।
৫। ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ	(ঙ) তাড়াতাড়ি লেখো ( )।

ঘ।

বামদিক	ডানদিক
১। যে সর্বনাম কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়	(ক) তাকে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম বলে ( )
২। যে সর্বনাম কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নিশ্চিতভাবে বোঝায় না	(খ) তাকে অনিশ্চয়তাবাচক সর্বনাম বলে। ( )
৩। যে সর্বনাম একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়	(গ) তাকে সাকল্যবাচক সর্বনাম বলে। ( )

ঙ।

বামদিক	ডানদিক
১। বাক্যালঙ্কার অব্যয়	(ক) যেতে পারি কিন্তু কেন যাব ( )।
২। অনুকার অব্যয়	(খ) এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা ( )।
৩। উপমাবাচক অব্যয়	(গ) রিমঝিম বৃষ্টি ( )।
৪। সংযোজক অব্যয়	(ঘ) বজ্রের মতো কঠিন ( )।

চ।

বামদিক	ডানদিক
১। যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না	(ক) তাকে বলে সমাপিকা ক্রিয়া ( )।
২। যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে	(খ) তাকে বলে সকর্মক ক্রিয়া ( )।
৩। যে ক্রিয়া মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করে	(গ) তাকে বলে অকর্মক ক্রিয়া ( )।
৪। যে ক্রিয়ার একটি কর্ম থাকে	(ঘ) তাকে বলে দ্বি-কর্মক ক্রিয়া ( )।

৪। শূন্যস্থান পূরণ করো :

১। এক বা একের বেশি বর্ণ একত্র হয়ে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে ——— বলে।

২। কাজ করা বোঝায় এমন ক্ষুদ্রতম বর্ণসমষ্টিকে বলে ———।

৩। শব্দের সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত হলে তাকে ——— বলে।

৪। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ——— গঠিত হয়।

৫। নামপদ ——— প্রকার।

৬। যার দ্বারা কোনো বস্তুর নাম বোঝায় তাকে ——— বিশেষ্য বলে।

৭। যার দ্বারা কোনো কাজের নাম বোঝায় তাকে ——— বিশেষ্য বলে।

৮। 'সততা' পদটি ——— বিশেষ্য পদের উদাহরণ।

৯। বিশেষণ পদকে ——— শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

৫। উপযুক্ত সর্বনাম/অব্যয় বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) ১। বিজন ——— বন্ধু। ২। ——— খুব ভালো ছেলে। ৩। ——— উভয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। ৪। ——— মা আমাকে স্নেহ করেন। ৫। শিক্ষক মহাশয় বলেন ——— অপরাধী ——— শাস্তি পাবে। ৬। যে বিশেষণ পদ কোনো ক্রিয়ার গুণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ——— বিশেষণ বলে। ৭। 'পাখি মধুর গাইছে' মধুর পদটি ——— বিশেষণ। ৮। 'দীন আমি কী বা দিব' দীন পদটি ——— বিশেষণ।

(খ) ১। ——— সুন্দর হাতের লেখা। ২। যদু ——— মধু খেলা করে। ৩। মন্ত্রের সাধন ——— শরীর পাতন। ৪। ——— কী সুন্দর দৃশ্য! ৫। তুমি ভালো ছাত্র ——— মন দিয়ে পড়াশুনা করো। ৬। সে বিদ্বান ——— বুদ্ধিমান নয়। ৭। বাজারে খাদ্য আছে ——— কেনার পয়সা নেই। ৮। শীঘ্র চল ——— গাড়ি ফেল করবে। ৯। বিদ্যার ——— ধন নেই। ১০। তিনি ——— সেখানে যাবেন।

(গ) ১। ——— ছাড়া কোনো বাক্য ——— হয় না। ২। ——— ক্রিয়া বাক্যের মাঝে ও ——— ক্রিয়া বাক্যের শেষে বসে। ৩। যেসব ক্রিয়ার ——— থাকে না, তাকে ——— ক্রিয়া বলে। ৪। কর্মটি প্রাণীবাচক হলে ——— হয় এবং অপ্রাণীবাচক হলে তাকে বলে ———। ৫। ক্রিয়াপদকে ——— ও ——— এই দুই-ভাগে ভাগ করা যায়।

(খ) অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী : **(প্রতিটির প্রশ্নের মান-১)**

১। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ১। কাজ করা বোঝায় এমন ক্ষুদ্রতম বর্ণসমষ্টিকে কী বলে?

২। শব্দ ও ধাতু বিভক্তিযুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী হলে তাকে কী বলে?

৩। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে তাকে কী পদ বলা হয়?

৪। কার সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়?

(খ) ১। যার দ্বারা কোনো কাজের নাম বোঝায় তাকে কী জাতীয় বিশেষ্য বলে?

২। 'হীনতা' পদটি কী জাতীয় বিশেষ্য?

৩। কোনো স্থান বা গ্রন্থের নাম বোঝালে তাকে কী জাতীয় বিশেষ্য বলা হবে?

৪। 'কাগজ-কলম'—কী জাতীয় বিশেষ্য?

(গ) ১। যে পদ কোনো বিশেষণের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে তাকে কী বলে?

২। বিশেষণ পদকে ক'শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?

৩। একটি 'অব্যয়ের বিশেষণ'-এর উদাহরণ দাও।

(ঘ) ১। সর্বনাম পদ কোন্ পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়?

২। যে সর্বনাম কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় তাকে কী প্রকার সর্বনাম বলে?

৩। যে সর্বনাম কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নিশ্চিতভাবে বোঝায় না তাকে কী প্রকার সর্বনাম বলে?

(ঙ) ১। যে শব্দ কোনো ধ্বনির ব্যঞ্জনা দেয় তাকে কী জাতীয় অব্যয় বলে?

২। অব্যয় পদ কাকে বলে?

৩। যে পদের সঙ্গে বাক্যের অন্য কোনো পদের সম্বন্ধ থাকে না, তাকে কী জাতীয় অব্যয় বলে?

৪। 'দুধের মতো সাদা'—'মতো' কী জাতীয় অব্যয়?

৫। 'ঝন্‌ঝন্' শব্দ কী জাতীয় শব্দ?

(চ) ১। যে ক্রিয়াপদের দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণ হয় না, তাকে কী বলে?

২। অসমাপিকা ক্রিয়াটি বাক্যের কোথায় বসে?

৩। যে ক্রিয়ার কর্ম নেই তাকে কী বলে?

৪। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার প্রাণীবাচক কর্মটিকে কী বলে?

৫। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার অপ্রাণীবাচক কর্মটিকে কী বলে?

৬। ক্রিয়াপদ নেই এমন একটি বাক্য লেখো।

৭। ক্রিয়াপদকে বাক্যের প্রধান অঙ্গ বলা হয় কেন?

৮। ক্রিয়াপদ ক'প্রকার ও কী কী?

৯। সকর্মক ক্রিয়া কাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও।

১০। মুখ্যকর্ম কাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও।

১১। গৌণকর্ম কাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও।

২। **(ক) একটি করে বাক্যে উদাহরণ দাও :**

পূরণবাচক বিশেষণ, ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ, সাকল্যবাচক বিশেষণ, গুণবাচক বিশেষণ, বিধেয় বিশেষণ।

(খ) একটি করে উদাহরণ দাও :

ব্যাতিহারিক সর্বনাম, প্রশ্নসূচক সর্বনাম, সাকল্যব্যাচক সর্বনাম, অনিশ্চয়তাবাচক সর্বনাম।

(গ) বাক্যের মাধ্যমে একটি করে উদাহরণ দাও :

বাক্যালঙ্কার অব্যয়, অনুকার অব্যয়, উপমাবাচক অব্যয়, নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়, সংকোচক অব্যয়, বিয়োজক অব্যয়।

(ঘ) সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও :

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য, বস্তুবাচক বিশেষ্য, সমষ্টিবাচক বিশেষ্য, গুণবাচক বিশেষ্য, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

(ঙ) নীচের বিশেষণ পদগুলোকে বাক্যে প্রয়োগ করো :

নিতান্ত, দ্রুত, পাকা, চঞ্চল, বিদ্বান, মূর্খ, চরম, পূজনীয়।

(চ) **নীচের সর্বনামগুলোর সাহায্যে একটি করে বাক্য গঠন করো :**

কেউ কেউ, সবাই, তিনি, স্বয়ং, উভয়ে, যারা-তারা, আপনা-আপনি।

(ছ) **নীচের অব্যয়পদগুলো বাক্যে ব্যবহার করো :**

কিন্তু, সুতরাং, বরং, ন্যায়, নতুবা, যদি-তবে, যদিও।

(জ) **নীচের বিশেষ্য পদগুলোর সাহায্যে একটি করে বাক্য গঠন করো :**

বিনয়, দুঃখ, বাহিনী, শয়ন, সূর্য।

৩। **(ক) নীচের বাক্যগুলোতে সর্বনাম পদগুলো চিহ্নিত করো এবং কোন্‌টা কি প্রকারের সর্বনাম লেখো :**

(১) আগামীকাল আমরা তোমাদের বাড়ি যাব। (২) এই কলমটি শ্যামল আমাকে দিয়েছিল। (৩) তোমাকে ওই বইটা কে দিয়েছিল? (৪) কেউ কেউ তোমার কথা শুনলেও শুনতে পারে। (৫) প্রধান শিক্ষক স্বয়ং সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। (৬) আপনি নিজে গিয়ে ওটা দেখুন। (৭) সে চায় আপনি স্বয়ং সেখানে যান। (৮) সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।

(খ) অব্যয় পদ বের করো এবং কোন্‌টি কী প্রকার অব্যয় লেখো :

(১) বিদ্যা বিনা জীবন বৃথা। (২) এ মেয়ে তো মেয়ে নয়। (৩) আহা! এ কী আনন্দ! (৪) দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। (৫) পরিশ্রম ব্যতীত সৌভাগ্য আসে না। (৬) যেমন কর্ম তেমন ফল। (৭) তুমি অথবা আমি যাব। (৮) বরং প্রাণ দেব, তবু মান দেব না। (৯) আমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (১০) ঢং ঢং ঘন্টা বাজে।

(গ) মোটা অক্ষরে লেখা ক্রিয়াগুলো কী প্রকার ক্রিয়াপদ লেখো :

(১) ময়ূর আনন্দে **নাচে**। (২) শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের ব্যাকরণ **পড়ান**। (৩) আমি বাড়ি গিয়ে **ঘুমোব**। (৪) তুমি এলে আমরা **যাব**। (৫) তুমি বই **পড়ছ**? (৬) আমাকে একগ্লাস জল **দাও**।

(ঘ) নীচের বাক্যগুলোতে নামপদ ও ক্রিয়াপদ নির্ণয় করো :

(১) বনে থাকে বাঘ। (২) পাখি ফল খায়। (৩) রাম বনে ফুল তোলে। (৪) সবিতা গান লেখে। (৫) কলকাতায় যাদুঘর আছে। (৬) ছেলেরা মাঠে ছুটছে। (৭) মেয়েটি গান গাইছে। (৮) তোমরা ছবিটি দেখবে।

৪। **(ক) নীচের বাক্যগুলোর প্রতিটিতে দুটি করে দু'রকম ক্রিয়া আছে। কোন্‌টি কী প্রকার ক্রিয়াপদ উল্লেখ করো :**

(১) বই নিয়ে স্কুলে যাও ( )।

(২) আমরা এখন খেলতে যাচ্ছি ( )।

(৩) তুমি এলে আমরা যাব ( )।

(৪) ছবি দেখে খুশি হলাম ( )।

(৫) সে গান গেয়ে শোনাল ( )।

(৬) খবর পেলে তোমাকে জানাব ( )।

(৭) বাড়ি পৌঁছে চিঠি দেব ( )।

(৮) আমরা ট্রেনে চেপে পুরী গেলাম ( )।

(খ) বাক্যগুলোতে প্রতিটির দুটি করে দু'রকম কর্ম আছে। কোন্‌টি কী প্রকার কর্ম উল্লেখ করো :

(১) আমি মাকে চিঠি লিখছি।

(২) মাস্টারমশাই ছেলেদের অঙ্ক শেখান।

(৩) আমাকে তুমি কলম দাও।

(৪) মা ছেলেকে ছবি দেখাচ্ছেন।

(৫) ভিখারিকে একটা পয়সা দাও।

(৬) তিনি আমাদের লজেন্স কিনে দিলেন।

(প্রতিটির প্রশ্নের মান-২/৩)

(গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী :

১। অল্প কথায় উত্তর দাও : (কাদের বলে, উদাহরণ দাও)

(১) সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য পদ ও বস্তুবাচক বিশেষ্য পদ।

(২) জাতিবাচক বিশেষ্য পদ ও সমষ্টিবাচক বিশেষ্য পদ।

(৩) গুণবাচক বিশেষ্য পদ ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ।

(৪) পদান্বয়ী অব্যয় ও অনন্বয়ী অব্যয়।

(৫) সংযোজক অব্যয় ও বাক্যান্বয়ী অব্যয়।

(৬) পদান্বয়ী অব্যয় ও বাক্যান্বয়ী অব্যয়।

(৭) সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া।

(৮) সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া।

(প্রতিটির প্রশ্নের মান-৪/৫)

(ঘ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী :

১। নীচের অংশটি থেকে অন্তত চারটি অব্যয় খুঁজে বের করো এবং কী জাতীয় অব্যয় বলো :

সুতরাং বলতে হয় যে, মঙ্গালে যদি বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তবে তারা আমাদের মতো প্রাণী নয়।
মঙ্গালে মেঘ হয় না এবং বৃষ্টিও হয় না।

২। নীচের বাক্যটি থেকে পাঁচটি সর্বনাম পদ বের করো এবং কোন্‌টি কোন্ প্রকার সর্বনাম তা বলো:

শিক্ষক মহাশয় আমাদের বলতেন—যারা পরিশ্রমী তারাই জীবনে সফল হয়। তাই কেউ ফাঁকি দিও না; সবাই চেষ্টা করো—সাফল্য তোমাদের আসবেই।